গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

কারিগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ বাড়াতে হবে
-শিক্ষামন্ত্রী

ঢাকা, মে ১৫/২০১৪:
সাধারণ শিক্ষায় বি. এ/এম. এ. নয়, কারিগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ প্রয়োজন। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে নতুন প্রজন্মকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আজ স্থানীয় রূপসীবাংলা হোটেলে কারিগরি খাতে 'কর্মসংস্থান ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য দক্ষতা (বি-সেপ)' শীর্ষক নতুন প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন।

শিক্ষাসচিব ড. মোহাম্মদ সাদিকের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব মিকাইল শিপার, কানাডার হাইকমিশনার মিস্ হিথার ক্রুডেন (Ms. Heather Cruden), আইএলও পরিচালক মি. শ্রীনিবাস বি. রেড্ডি, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো: হযরত আলী, ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি ফর ওয়ার্কার্স এডুকেশন-এর সদস্য-সচিব চৌধুরী আশিকুল আলম, ন্যাশনাল স্কিলস্ ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটির সদস্য মিজ্ লায়লা কবির, বি-সেপ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাজাহান মিয়া প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

শিক্ষামন্ত্রী নাহিদ বলেন বিপুল জনসংখ্যার এদেশে অদক্ষ জনবলই অধিক। এমনকি প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকাংশই অদক্ষ বা আধাদক্ষ। তারা আমাদের প্রতিবেশী অনেক দেশের জনবলের চেয়ে অনেক কম বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেন। আবার বড় বড় সাধারণ ডিগ্রি বিদেশে গিয়ে অশিক্ষিত শ্রমিকের ন্যায় শারীরিক শ্রমের কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। দেশ-বিদেশ যেখানেই হোক এখন দক্ষতা হলো আসল চ্যালেঞ্জ। তিনি বলেন গত সরকারের প্রথম দিকে দেশে কারিগরি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ১%। এখন তা ৭%এ উন্নীত হয়েছে। এখানে থেমে থাকলে চলবে না। ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষার্থীর হার ২০%এ উন্নীত করতে হবে। আমাদের কারিগরি শিক্ষার অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি, প্রশিক্ষিত শিক্ষক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। দেশের নতুন প্রজন্ম, বেকার যুবশ্রেণি, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বার্থে তিনি প্রকল্প বাস্তবায়নসহ কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

৫ বছর মেয়াদী 'কর্মসংস্থান ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য দক্ষতা (বি-সেপ)' শীর্ষক নতুন প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ১৬১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা। এরমধ্যে কানাডা সরকার অনুদান দিচ্ছে ১৫৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা এবং বাকিটা বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থ। এত কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে আইএলও।

এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য- এগ্রোফুড, ট্যুরিজম,ফার্মাসিউটিক্যাল, ফার্নিচার ও সিরামিকস- শিল্পে দক্ষ যুগোপযোগী জনবল সৃষ্টিতে সহযোগিতা প্রদান, শোভন কাজ সৃষ্টি, স্থিতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ভুমিকা রাখা।

১৫/৫/১৪

সুবোধ চন্দ্র ঢালী
উপ-প্রধান তথ্য অফিসার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়